বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক নির্য্যাতন ও নিপীড়নের কিছু তথ্য



শিবপ্রসাদ রায়

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক নির্য্যাতন ও নিপীড়নের কিছু তথ্য

শিবপ্রসাদ রায়

তুহিনা প্রকাশনী
৩০/৬/২এ, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, ১৯৮২

প্রকাশক
তপন কুমার ঘোষ
৫, ভুবন ধর লেন
কলকাতা-৭০০০১২

মুদ্রক
মহামায়া প্রেস এন্ড বাইন্ডিং
১৩, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রাপ্তিস্থান
তুহিনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য ঃ ৬.০০ টাকা

এই লেখকের অন্যান্য রচনা

সময়ের আহ্বান
আমি স্বামীজি বলছি
অনুপ্রবেশ বিনাযুদ্ধে ভারত দখল
চতুর্বর্গ / বঙ্কিমচন্দ্র / তিন বিঘা নিয়ে
আমরা ও তোমরা
ছাগলাদ্য নেতৃত্ব এবং কাশ্মীর
আসুন সবাই মিলে আর এস এসকে খতম করি
নষ্ট্রাডামাসের সেঞ্চুরী ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ
সর্বধর্ম সমন্বয়কারী হইতে সাবধান
বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা
ধর্ম নিয়ে দু'চার কথা
দর্পণে মুখোমুখী
রহস্যময় আর এস এস
চলমান ঘটনা বহ্নিমান পর্বত
রক্তে যদি আগুন ধরে
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে বজ্জাতি
ক্রুশ বাইবেলের অন্তরালে
দেশে দেশে জয়যাত্রা
আর এক সুকান্ত
হাসির চেয়ে কিছু বেশী
শয়তানেরা ঘুমোয় না
বুদ্ধিজীবী সমীপেষু
We want Babri Maszid
মারমুখী হিন্দু

বাবরী মসজিদ ও রামমন্দির পরিস্থিতিকে উপলক্ষ করে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও নিপীড়ন

জেলা ঃ মৌলবীবাজার

১০ নভেম্বর ঃ শ্রীমঙ্গল শহরে এদিন দুপুরে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে মৌলবীবাজার সড়কস্থ পাকিস্তানী আমলের গোয়েন্দা সংস্থার লোক সফিউল্লাহ পাটোয়ারীর বাড়ীর নিকট থেকে মিছিল বের করে বিভিন্ন মন্দিরে হামলা শুরু করে। প্রথম হামলার শিকার হয় নিকটস্থ দুর্গাবাড়ী। দুগাবাড়ীর গেট ও মণ্ডপ ভাংচুর করা হয় এবং বিগ্রহ বেদীর ক্ষতিসাধন ও অপবিত্র করা হয়।

শ্রীমঙ্গল রামকৃষ্ণ আশ্রমে হামলা চালিয়ে ক্ষতিসাধন করা হয়।

শ্রীমঙ্গল শহরে হবিগঞ্জ সড়কস্থ জগন্নাথ বাড়ীতে হামলা চালিয়ে দুপুরের ভোগ আরতি পণ্ড করে দেওয়া হয়। সেবায়েতকে মারধর, বিগ্রহের স্বর্ণালংকার ও পূজার সামগ্রী লুট [illegible] জগন্নাথ বিগ্রহ ভাংচুর করা হয়। ভক্তদের অকথ্য গালিগালাজ করা হয়।

সন্ধ্যায় শ্রীমঙ্গল কলেজ রোডে মঙ্গলেশ্বরী কালীবাড়ী এবং পুরান বাজার কালীবাড়ীতে হামলা চালিয়ে কালী মূর্তি ভাংচুর, পূজার সামগ্রী লুট, পুরোহিতদের বেদম মারপিট ও তাঁদের যাবতীয় সামগ্রী লুট এবং পরে মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

মাড়োয়ারী কালীবাড়ী, মুচীদের দুর্গাবাড়ী, দেশওয়ালী শিববাড়ী, দেশওয়ালী দুর্গাবাড়ী ও হিন্দু শ্মশান মন্দিরে হামলা ভাংচুর ও মুর্তি বিনষ্ট করা হয়।

শ্রীমঙ্গল উপজেলায় গ্রামাঞ্চলে বেশ কয়েকটি হিন্দু বাড়ী ও দোকানে হামলা, লুটপাট ও ভাংচুর করা হয়।

মৌলবীবাজার রামকৃষ্ণ আশ্রমে হামলা চালিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হয়।

সাতগাঁও উপজেলায় সাতগাঁও শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে হামলা চালিয়ে মূর্তি বিনষ্ট করা হয়। চৌয়ালিকা উপজেলায় পাচাউনের কালীমন্দিরে হামলা ও মূর্তি বিনষ্ট করা হয়।

৭ ডিসেম্বর ঃ পবিত্র কোরাণ শরীফ অপবিত্র করার গুজব তুলে এদিন বিকেলে শ্রীমঙ্গল শহরে পুনর্বার হিন্দুদের ওপর নির্বিচারে হামলা চালিয়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়। হিন্দুদের বাড়ীঘর, দোকানপাট ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে

হামলা, লুট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এ সময় বৈদ্যুতিক সংযোগও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী সম্পূর্ণ নীরব ভূমিকা পালন করায় ভীতসন্ত্রস্ত হিন্দুরা এই তাণ্ডলীলার মুখে বাড়ীঘর ছেড়ে পার্শ্ববর্তী চা-বাগান গুলোতে আশ্রয় নেন। প্রায় চারঘন্টা ধরে এই ধ্বংসযজ্ঞ চলে। স্থানীয় সংসদ সদস্য এসব ঘটনার নায়ক।

বিপিন চন্দ্র পাল এণ্ড সন্স-এর কাপড়ের দোকান, সুবল কেবিন মিষ্টির দোকান, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ঘোষ ভাণ্ডার মিষ্টির দোকান, আশা ঔষধালয়, করুণা পালের মিষ্টির দোকান, বনগাঁও রেষ্টুরেন্ট, দক্ষিণা পাল ও বিপিন পালের কাপড়ের দোকান, শ্যামল পাল, বাবলা দেব চৌধুরী ও নেপাল চন্দ্র দত্তের ভূষি মালের দোকান, ছাত্রবন্ধু পুস্তকালয়, রামচন্দ্র ধরের পানের আড়ত, কয়েকটি সেলুন এবং হরেশ দেবের মদের দোকানে লুট ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

এস কে রায় এবং বিজয় রায়ের বাড়ীতে হামলা, ভাংচুর এবং গাড়ীর ক্ষতিসাধন করা হয়। ডাক্তার রমা রঞ্জন দেবের চেম্বার লুট ও গাড়ী ভাংচুর এবং সুনীল রায়ের গাড়ী ভাংচুর করা হয়।

শ্রীমঙ্গল শহরে বর্তমানে হিন্দুদের কোন মন্দির বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অবশিষ্ট নেই।

শ্রীমঙ্গল চা শ্রমিক ইউনিয়নের অফিসেও হামলা চালানো হয়েছে।

জেলা ঃ হবিগঞ্জ

১০ নভেম্বর থেকে ২৫ নভেম্বর ঃ হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাটে বিষ্ণুমন্দিরে অগ্নিসংযোগ করা হয়, পাগলায় রামকৃষ্ণ গোঁসাইর আখড়ায় হামলা চালানো হয় এবং শতকে ভাকুর রাণী বাড়ীতে গোমাংস ফেলা হয়।

জেলা ঃ টাঙ্গাইল

১০ ও ১১ নভেম্বর ঃ টাঙ্গাইল শহরে বেশ কয়েকটি মন্দিরে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও দোকানপাট লুটপাট করা হয়।

টাঙ্গাইল সদর উপজেলায় পোড়াবাড়ী ইউনিয়নের পোড়াবাড়ী, চাড়াবাড়ী সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের প্রায় প্রতিটি মন্দিরে হামলা, ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। বাঘিলদান্যা ও ঘালা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক লুটপাট ও

অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে সদিলপুর ও রসুলপুরে ব্যাপক হারে মন্দিরে হামলা, মূর্তি ভাংচুর ও অগ্নিংসযোগ এবং বাড়ীতে লুটপাট চালানো হয়। টাঙ্গাইল সদর উপজেলার ঘারিন্দা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।

টাঙ্গাইল শহরের পার্শ্ববর্তী বাজিতপুর গ্রামের প্রতিটি হিন্দুর বাড়ীতে হামলা চালিয়ে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ এবং মন্দির ও বিগ্রহ ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

অর্থনৈতিকভাবে পংগু করার উদ্দেশ্যে টাঙ্গাইলের বাজির পুরে ঐতিহ্যবাহী শাড়ী প্রস্তুতকারী হিন্দুদের বাড়ী বাড়ী হামলা চালিয়ে তাদের তাঁতগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

কালিহাতী উপজেলার কাঁসা শিল্পের এলাকা মগড়াতে প্রচুর লুটপাট এবং মন্দির ভাঙা হয়। নারিন্দা, বাগুটিয়া, ছিলিমপুর, পৌজান, বাসীসহ বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

গোপালপুর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক লুটপাট ও মন্দির ভেঙে দেওয়া হয়।

বাসাইল উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মন্দির ও বাড়ীতে বাড়ীতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

দেলদুয়ার উপজেলার পাটী শিল্পের জন্য বিখ্যাত হিংগানগরে ১০ টি মন্দিরে অগ্নিসংযোগ এবং শতাধিক লোকের বাড়ীতে লুটপাট চালানো হয়। প্রায় কয়েক লক্ষ টাকার সম্পদ লুণ্ঠিত হয়। গমজানি ও আটিয়াতে মন্দির ভেঙে দেওয়া হয়। এলাসিন ও দেওলিতে বেশ কয়েকটি মন্দির ভেঙে দেওয়া হয় এবং নির্বিচারে লুটপাট চালানো হয়। উপজেলার দুল্লাটেগুরী ও নান্দুরিয়ায় প্রতিটি মন্দির ভেঙে দেওয়া হয় ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। প্রতিটি হিন্দু বাড়িতে লুটপাট চালান হয়।

মির্জাপুর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক হারে লুটপাট, অগ্নিসংযোগে ও মন্দির ভাঙা হয়। টাংগাইল জেলার পাকুটিয়ায় একটি মন্দির হামলা চালানো হয়।

টাংগাইলে আকুয়া গ্রামের একটি মন্দির ভেঙে ভিত্তি উৎপাটন করা হয়েছে।

১০ নভেম্বর ঃ বাংলাদেশ বস্ত্রশিল্প কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন মেঘনা টেক্সটাইল মিলের উপপ্রধান চিকিৎসক দীনেশ চন্দ্র বসাক টঙ্গীতে মৃত্যুবরণ করেন এবং মিল

কর্তৃপক্ষ সৎকারের জন্য তাঁর মৃতদেহ টাংগাইল পাঠান। সেখানে দাঙ্গাকারীরা মৃতদেহবাহী গাড়ী এবং মৃতদেহের ওপর হামলা চালায়। এমনকি মৃতদেহ সৎকারেও বাধা দেওয়া হয়।

জেলা ঃ নরসিংদী

১১ নভেম্বর ঃ সকাল ১১ টায় সাটিরগাড়া কালিকুমার উচ্চবিদ্যালয় ময়দানে নরসিংদী বাজার জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সাম্প্রদায়িক সমাবেশ শেষে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এক বিরাট মিছিল বেরোয়। মিছিল সাম্প্রদায়িক উস্কানীমূলক শ্লোগান দিয়ে এগিয়ে যায় এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ীঘর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও মন্দিরে নির্বিচারে হামলা চালায়, ভাংচুর ও লুটপাট করে এবং আগুন লাগিয়ে দেয়।

হামলাকারীরা সাধক রামপ্রসাদ প্রতিষ্ঠিত প্রায় চারশ বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী চিনিশপুর কালীমন্দিরে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। কালীমূর্তি সম্পূর্ণ গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভেলানগরে খোকা দাসের বাড়ীর কালীমন্দির এবং ডাঃ চানমোহন মালাকারের বাড়ীর কালীমন্দির ভাংচুর, লুটপাট ও মূর্তি ভেঙে দেওয়া হয়।

ব্রাহ্মনদী শিবমন্দিরে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

নরসিংদী শহরে ভাগবত আশ্রমে হামলা চালানো হয়। নরসিংদী শহরে কাশীমন্দিরে হামলা চালানো হয়।

ভেলানগরে মানিক সাহা, মাধব সাহা, কালীপদ দাস, নিরঞ্জনচন্দ্র দাস, সুরেশ সাহা, হরেন্দ্র দাস ও ললিত মোহন সরকারের বাড়ীতে হামলা, ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ভেলানগর বাজারে নির্মলচন্দ্র শীল, হাছুনী শীল ও গিরীশচন্দ্র দাসের দোকানে ভাংচুর ও লুটপাট চালানো হয়।

ব্রাহ্মনদীতে ডাঃ মুরারী মোহন বিশ্বাস ও বীরেন্দ্র সাহার বাড়ীতে হামলা ও ভাংচুর করা হয়েছে।

১১ নভেম্বর থেকে ২০ নভেম্বর ঃ রায়পুরা উপজেলার রায়পুরা বাজার মিলন মন্দির, শ্রীরামপুর বাজার কালীমন্দির এবং হাশিমপুর গ্রামে ৫টি বাড়ীতে হামলা

ওলুটপাট করা হয়। রাধাগঞ্জ বাজার ও রহিমাবাদ বাজারে কালীমন্দির ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়।

শিবপুর উপজেলার চক্রধা ইউনিয়নের আঠারদিয়া গ্রামে একটি কালীমূর্তি ভেঙে দেওয়া হয়। শিবপুরের আজকীতলা কালীমন্দির ভেঙে দেওয়া হয়। পলাশ উপজেলার চরসিন্দুর কালীমন্দির ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া বিভিন্ন গ্রামে হিন্দুদের নানা ধরণের হুমকি ও ভয় দেখান হচ্ছে।

জেলা ঃ নওগাঁ

১০ নভেম্বর ঃ জুমার নামাজ শেষে সুলতানপুর কালী মন্দিরে হামলা চালিয়ে প্রতিমা গুড়িয়ে দেওয়া হয়।

পুলিশ ফাঁড়ি থেকে মাত্র ২৫/৩০ গজ দূরে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী কালীতলা মন্দির, কালীতলা ক্লাব মন্দির এবং সুপারি পট্টি লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে হামলা চালানো হয়। কালীতলা মন্দিরের সব দেব-দেবীর মূর্তি ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। প্রায় দু ঘন্টা ধরে মন্দিরগুলোতে হামলা চলে।

জেলা ঃ খুলনা

১৭ নভেম্বর ঃ খুলনা ইমাম পরিষদের সমাবেশ শেষে কয়েক হাজার সশস্ত্র ব্যক্তি খুলনা শহরে সব হিন্দু মন্দির, বাড়ীঘর ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে হামলা চালায়। লুটপাট, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। হিন্দুদের দেশত্যাগের হুমকি দিয়ে এসব দুষ্কৃতকারী শহীদ হাদিস পার্ক থেকে বেড়িয়ে এসে সুপরিকল্পিতভাবে ধর্মসভা, মন্দির বাজার, কালীবাড়ী মন্দির, শ্রী অরবিন্দ সংঘ, মির্জাপুর শিববাড়ী মন্দির, নির্জাপুর সার্বজীন দূর্গামন্দির ও বড়বাজার সত্যনারায়ণ মন্দিরে হামলা চালিয়ে সবগুলো দেবদেবীর মূর্তি নির্বিচারে ভেঙে দেয় এবং মূল্যবান সামগ্রী লুটের পর মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করে।

দুষ্কৃতকারীরা পিকচার প্যালেসের মোড়ে অবস্থিত হিন্দুদের মিষ্টির দোকানগুলো, বড়বাজারে বিখ্যাত ঘোষ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, বড়বাজার কালীমন্দিরের সামনে হিন্দুদের মিষ্টির দোকানগুলোতে ব্যাপক হামলা চালায়, ভাংচুর এবং লুটপাট করে। প্রায় তিনঘন্টা ধরে ও নারকীয় তাণ্ডবলীলা চলে।

টুটপাড়া, বানিয়াখামার, বানরগাতিসহ হিন্দু অধ্যুষিত পাড়াগুলোতে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে লুটপাট, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

আইন শৃংখলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীর সদস্যদের চোখের সামনেই এসব ঘটনা ঘটে।

জেলা ঃ লক্ষীপুর

১৪ নভেম্বর ঃ রামগতি উপজেলার ৭নং চর আলগি ইউনিয়নের চর ডাওশরের শ্রীশ্রীবুড়া কর্তার আশ্রমের সমাধি মন্দির, কালী মন্দির গোপাল মন্দির, নাম মন্দির, বৈষ্ণব সমাধি মন্দির, যাত্রী নিবাস, ভোগের মন্দির ও অফিস সহ বিভিন্ন স্থানে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। আশ্রমের কালী, সরস্বতী, শীতলা ও গৌরনিতাইয়ের বিগ্রহ ধ্বংস করা হয়।

সুরধ্বনি বৈষ্ণব, হরিপদ চক্রবর্তী, সিন্ধু কুমার মজুমদার, অভিরাম দাস, গৌরাঙ্গচন্দ্র দাস, তপনকুমার দাস, কার্তিকচন্দ্র দাস, পঙ্কচ কুমার দাস, দুলালচন্দ্র দাস, দীপঙ্কর দাস, শিব কান্তি দাস, বিরাজচন্দ্র দাস, নারায়ণচন্দ্র দাস, বিপুলচন্দ্র দাস, অনিলচন্দ্র শীল, পঙ্কজচন্দ্র দাস, পলাশচন্দ্র দাস, লেচুবাস দাস, রামকানু দাস, শুকলাল মিস্ত্রী, বনিতা দাস, মনোরঞ্জন বৈষ্ণব, সকালচন্দ্র দাস, লোকেশ চন্দ্র দাস, অনিলচন্দ্র শীল, শম্ভুনাথ দা, কৃষ্ণগোপাল,পরিমল, সুভাষ ব্রজহরি, শক্তিরানী, উত্তমচন্দ্র, সুদীপচন্দ্র, দেবেশচন্দ্র এবং মরণ চক্রবর্তীর ঘরবাড়ী ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। চর সেকান্দার গ্রামের পূর্ব পাড়ার গন্দর চন্দ্র দাসের বাড়ীর সামনে অবস্থিত রমেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামীর সেবাশ্রম ও তৎসংলগ্ন মন্দির, ইন্দকমলের মুদি দোকান, ব্রজ গোপালের গোয়াল ঘর, চক্রধর দাসের গোয়াল ঘর ও শ্বশুরের শ্মশান মন্দিরে অগ্নিসংযোগ, গুনধরের স্ত্রীর শ্মশান মন্দির ধ্বংস এবং অনিমেষের বাড়ী লুট করা হয়। মধ্যপাড়ায় নির্মলচন্দ্র দাস, রক্ষিতচন্দ্র দাস, দীনেশ মহাজন, সুশীলচনদ্র দাস, নিখিলচন্দ্র দাস, ব্রজবালক দাস, ফণিন্দ্র কুমার দাস, বিপুলচন্দ্র দাস ও দাসেশচন্দ্র দাসের বাড়ী, দোকান কিম্বা কারখানায় অগ্নিসংযোগ করা হয়।

দীনেশচন্দ্র মহাজনের বাড়ীর সামনে দুর্গামণ্ডপে অগ্নিসংযোগ করা হয়। উত্তর পাড়ায় রামবিহারী ধুপীর বাড়ীর মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দির ও শ্যামলা ধুপীর বসত বাড়ীতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। পশ্চিম পাড়ায় করুণা মহাজনের বাড়ী লুট করা হয়।

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলায় ধর্মপুর গ্রামের পালবাড়ীর দুর্গামণ্ডপ, চৌপল্লী বারাই মন্দির ও পিয়ারাপুর সেন বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ এবং দালালবাজারে ননী সাহার বাড়ীতে কালী বিগ্রহ ভাংচুর করা হয়।

জেলা ঃ ফেনী

৯ নভেম্বর ঃ ছাগলনাইয়া উপজেলার দক্ষিণ আঁধারমানিকে দক্ষিণাকালী মন্দিরে মধ্যরাতে তালা ভেঙে ঢুকে কালীমূর্তি টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলা হয়। পূজার সামগ্রী তছনছ করা হয়।

১১ নভেম্বর ঃ পশ্চিম ছাগলনাইয়ায় ১০/১২ জন যুবক গভীর রাতে দুর্গাবাড়ীতে ঢুকে মন্দির ভাংচুর করে।

১৭ নভেম্বর ঃ ছাগলনাইয়া উপজেলার শুভপুর ইউনিয়নের শুভপুর বাজারে ঐতিহাসিক দক্ষিণেশ্বরী কালীবাড়ীতে হামলা, কালীমূর্তি ভাংচুর,মূর্তির সোনা ও রূপোর গয়না লুট, পুজোর সামগ্রী তছনছ এবং পরে মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

১০ নভেম্বর ঃদাগনভুঁইয়া উপজেলার মাতুভুঁইয়া ইউনিয়নের পশ্চিম হীরাপুরে ডাঃ মনোমোহন আচার্যের দেব মন্দিরে মাঝরাতে ঢুকে দুষ্কৃতকারীরা দেব মূর্তি ভাংচুর ও মূল্যবান জিনিস পত্র নিয়ে যায়।

দাগনভু হয়া উপজেলার রাজাপুর ইউনিয়নের দোল মন্দির ভাংচুর করা হয় এবং বিগ্রহ নিয়ে যায়।

১২ নভেম্বর ঃ সোনাগাজী উপজেলার চরসোনাপুর গ্রামে ঐদিন সন্ধ্যায় প্রায় দেড়শ লোক সাম্প্রদায়িক শ্লোগান দিয়ে সার্বজনীন কালীমন্দিরে হামলা করে এবং মূর্তি ভেঙে দেয়। বিভিন্ন সামগ্রীও লুটপাট করে নিয়ে যায়।

১৫ নভেম্বর ঃ সোনাগাজীর মঙ্গলকান্দি ইউনিয়নের দক্ষিণ মঙ্গলকান্দি গ্রামের নরেশচন্দ্র দাস চৌধুরীর বাড়ীর দেব বিগ্রহ ও মন্দিরের সামগ্রী লুট হয়।

ঐদিন সোনাগাজীর সেনেরখিল নতুন বাজার কালী বাড়ীর বিভিন্ন মূর্তি ভাংচুর, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও যাবতীয় সামগ্রী লুট করে দুষ্কৃতকারীরা নিয়ে যায়।

ঐদিন রাত দেড়টায় দিকে সোনাগাজী উপজেলার চর দরবেশ ইউনিয়নের দক্ষিণ চর সাহাতিকারী গ্রামের দাসের হাট সার্বজনীন কালী মন্দিরের দরজা জানালা ভাংচুর এবং বিগ্রহ ও পূজার উপকরণ ধ্বংস করা হয়।

সোনাগাজী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের বিগ্রহ ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

সোনাগাজী উপজেলার মঙ্গলকান্দি ইউনিয়নের আনন্দিপুর কালীবাড়ীর দুশ বছরের পুরনো মূল্যবান শিলা ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

১৪ নভেম্বর ঃ ফেণী সদর উপজেলার ধলিয়া ইউনিয়নের বনিক হার্টের কালিমন্দির ও মূর্তি ভাংচুর এবং যাবতীয় সামগ্রী লুট করা হয়।

জেলা ঃ চট্টগ্রাম

৯ নভেম্বর ঃ চট্টগ্রাম মহানগরীর উত্তর পতেংগার কাঠগড়ের ৪০ নং ওয়র্ডে হিন্দু পাড়ায় সন্ধ্যার পরে হামলা ও হুমকি দেওয়া হয়।

১০ নভেম্বর ঃ চট্টগ্রাম শহরে সাম্প্রদায়িক শ্লোগান দিয়ে জঙ্গী মিছিল বের করা হয়।

১১ নভেম্বর ঃ ঐতিহাসিক কৈবল্যাধাম আশ্রমে হামলা চালানো হয়।

২৪ নভেম্বর ঃ শহরের কোরবানীগঞ্জে কালীবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

২৯ ও ৩১ অক্টোবর ঃ পটিয়া উপজেলার উনাইনপুর গ্রামে চট্টগ্রাম কক্সবাজার সড়কে বাস থামিয়ে বাসযাত্রী বৌদ্ধ ভিক্ষু ও হিন্দুদের মারধোর করা হয়। বহু বৌদ্ধ বিহারে বুদ্ধমূর্তি ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

১১ নভেম্বর ঃ সন্ধ্যা ৬টার দিকে পটিয়া উপজেলার লক্ষ্যার চরে হামলা চালানো হয়। সেখানে অশ্বিনী দের পূজা মণ্ডপ ও মগদেশ্বরী মন্দিরে হামলা চালিয়ে মূর্তি ভেঙে দেওয়া হয় এবং মন্দিরের সবকিছু লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়। জ্যোতিষ চৌধুরী, গোপাল দাস, সুখেন্দু দাস ও রতন শীলের বাড়ীতে হামলা ও লুটপাট করা হয়।

১৩ নভেম্বর ঃ উপজেলার জিরি গ্রামে নাথ পাড়ায় হামলা চালানো হয়।

চন্দ্রনাইশ উপজেলার বরমা ইউনিয়নে ঐতিহাসিক বুড়া কালী বাড়ীর দরজা জানালা ভেঙে কালীর সোনার চোখ তুলে নেওয়া হয়েছে।

১৪ নভেম্বর ঃ বোয়ালখালী উপজেলার সারোয়াতলী গ্রামের জলাকুমারী বাড়ী ভস্মীভূত।

১০ নভেম্বর ঃ রাউজান উপজেলার গুজরা গ্রামের জলাকুমারী বাড়ী ও রাধা-গোবিন্দ আশ্রমে হামলা, বিগ্রহ ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

১২ নভেম্বর রাউজান উপজেলার উত্তর সর্তা গ্রামে মঙ্গলময় কালী বাড়ীতে হামলা, বিগ্রহ ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়।

রাউজান কেন্দ্রীয় বাস স্ট্যাণ্ডের মদের মহাল এলাকায় জগন্নাথ বাড়ীতে হামলা, লুটপাট ও বিগ্রহ ভাংচুর করা হয়।

ফতেহনগর গ্রামে ৪টা মন্দির ভেঙে দেওয়া হয়।

ঢেউয়া পাড়ায় ব্রাহ্মণ পল্লীতে একটি হিন্দু বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে ভস্মীভূত করা হয়।

১৩ নভেম্বর ঃ রাউজান উপজেলার অপরাজিতা আশ্রম মঠে রাস উৎসব ও সুলতানপুরে রাস উৎসবে হামলা চালানো হয়। মূর্তি ভাংচুর ও উৎসব প্যাণ্ডেল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় রাস মহোৎসব বন্ধ করে দিতে উদ্যোক্তারা বাধ্য হন।

রাউজানের ফকিরহাটে হিন্দুদের দুটি ঔষধের ও একটি সোনার দোকান লুট হয়। কোয়েপাড়ায় রাইমুকুট দীঘির সেবাখোলার ওপর আক্রমণ ও ক্ষতিসাধন করা হয়।

১৫ নভেম্বর ঃ রাউজান উপজেলার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের উত্তর পাশে ব্রাহ্মণ বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করা হয়।

রাউজানের এসব দুষ্কর্মে ও. সি. মনির আহমদ প্ররোচনা ও সহায়তা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

১০ নভেম্বর ঃ ফটিকছড়ি উপজেলায় যুগীর হাটে জগন্নাথ মন্দিরে অগ্নিসংযোগ ও বিগ্রহের অবমাননা করা হয়।

উপজেলার নানুপুরে ডাঃ ভদ্রনাথের বাড়ী লুট, পূজা মণ্ডপে হামলা, বিগ্রহ ভাংচুর ও সর্বস্ব লুট, বখতপুরের পরেশ চৌধুরীর বাড়ী লুট, পূজা মণ্ডপে হামলা ও বিগ্রহ ভাংচুর, দক্ষিণ রোসাংগিরির দেবতাদের দুর্গা বাড়ী ও ২টি কালী বাড়ীতে হামলা, লুটপাট ও বিগ্রহ ভাংচুর করা হয়।

১৩ নভেম্বর ঃ ফটিকছড়ি উপজেলার নানুপুরের খিরামের বনিক পাড়া ও নাথপাড়ায় ঘর-বাড়তে লুট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ভুজপুরে বিজনচন্দ্র বাঁশী চৌধুরী ও অরবিন্দ সিংহের বাড়ীতে লুটপাট করা হয়।

যোট পুকুরিয়া সুয়াবিলের সিদ্ধি আশ্রমে হামলা ও লুটপাট করা হয়।

ফটিকছড়ি এলাকায় মোট ৪৬টি বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে হাড়িপাড়ায় ১৭টি কুলালপাড়ায় ৭টি, নাথপাড়ায় ৫টি, এনায়েতপুরে ৫টি, নানুপুরে ২টি ও সিদুরে ১০টি।

ফটিকছড়ি উপজেলার ধর্মপুর ইউনিয়নের আঁধার মানিক গ্রামে নারায়ণচন্দ্র পাল, বিজয় কৃষ্ণ পাল, হিমাংশু বিমল পাল, অমলকান্তি পাল, রায় মোহন পাল, মিনু বালা পাল, বাবুলচন্দ্র পাল, ও প্রফুল্ল পালের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

১৩ নভেম্বর ঃ রাঙ্গুনিয়া উপজেলার চন্দ্রঘোনায় গীতা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রুক্ষিনী রঞ্জন সিংহের শ্মশান মন্দির ও ঠাকুর দিদির শ্মশান মন্দির এবং শ্রীশ্রী মগদেশ্বরী মন্দির ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

শিলকের গৌরাঙ্গ বাড়ীর বিগ্রহ ভাংচুর ও সর্বস্ব লুট করা হয়।

মিরেরসরাই উপজেলার মায়ানী বৌদ্ধ বিহারে কঠিন চীবর দানের সময় হামলা চালান হয়।

১৪ নভেম্বর ঃ সন্দ্বীপ উপজেলার সন্দ্বীপ টাউন জগন্নাথ দেবালয় প্রাঙ্গনে ভগবান শ্রী কৃষ্ণের রাসযাত্রা উপলক্ষে ২৪ প্রহরব্যাপী নামকীর্তন চলাকালে দুষ্কৃতকারীরা মন্দির ভাংচুর, বিগ্রহ ধ্বংস, পূজার সরঞ্জাম ও প্রণামী অপহরম এবং উৎসব প্যাণ্ডেলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। গোটা উৎসব পণ্ড করে দেওয়া হয়।

সন্দ্বীপ শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির ভাংচুর, মূর্তি ধ্বংস, সোনা ও রূপার সর্ববিধ অলংকার ও পূজার সরঞ্জাম লুট করা হয়।

সন্দীপ টাউন কালী বাড়ীতে ঐদিন হামলা চালিয়ে দুষ্কৃতকারীরা মন্দির ভাংচুর মূর্তি ধ্বংস, অলংকার লুট এবং নাটমন্দির ও তোরণ ক্ষতিগ্রস্ত করে।

পুরাতন জগন্নাথ আখড়া ও টাউন দুর্গাবাড়ীতে হামলা চালিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়।

উপজেলার বেশ কয়েকটি হিন্দু বাড়ীতে ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়।

জেলা ঃ মাগুরা

৬ নভেম্বর ঃ মাগুরা জেলার সদর উপজেলার বগিয়া ইউনিয়নে বগিয়া ঠাকুর বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজা মণ্ডপে পূজার প্রাক্কালে সশস্ত্র ব্যক্তিরা হামলা চালিয়ে রণজিৎ রায ও জগদীশ রায়কে হত্যা করে এবং পূজা মণ্ডপের মূর্তি ভেঙে ফেলে হামলায় গুরুতর আহত সমর রায় ঢাকায় পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

৩ ডিসেম্বর ঃ জেলার তালখড়ি লোকনাথ আশ্রমের পঁয়ত্রিশ কেজি ওজনের মূন্যবান কষ্টি পাথরের রাধাকৃষ্ণ মূর্তি গভীর রাতে সশস্ত্র দুষ্কৃতকারীরা লুট করে নিয়ে যায়। মন্দিরের সেবায়েত ভবানন্দ ঠাকুর দুষ্কৃতকারীদের সশস্ত্র হামলার গুরুতররূপে আহত হন।

জেলা ঃ কুমিল্লা

১১ নভেম্বর ঃ সদর উপজেলার মুরাদপুরে কালীবাড়ী দুষ্কৃতকারীরা ভেঙে দিয়েছে। রামগঞ্জ গ্রামেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে।

১২ নভেম্বর ঃ কুমিল্লা শহরে রামঠাকুরের উৎসব চলাকালে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হলে কয়েকজন আহত হয়।

বরুরা উপজেলার গহিখালী গ্রামে কালী মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। মুরাদনগর উপজেলার রামচন্দ্রপুর বাজারে একটি মন্দির সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

১৪ নভেম্বর ঃ চান্দিনা উপজেলার দক্ষিণ বরকরই ইউনিয়নের ওরাইন গ্রামে শিক্ষক সাধনচন্দ্র দেবের বাড়ীর কালীমন্দিরের কালী মূর্তিটি দুষ্কৃতকারীরা ভেঙে দেয়।

জেলা ঃ বরিশাল

১০ নভেম্বর ঃ বরিশাল জেলা শহরে চন্দন পাড়ায় মন্দিরে হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

১২ নভেম্বর ঃ উজিরপুর উপজেলার ধামুরাতে হাজী মোবাশ্বেরউদ্দিনের গুণ্ডাবাহিনী রাত ৮টায় দিকে কালীমন্দিরে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে কালী মূর্তি ভেঙে ফেলে এবং মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দেয়।

১৭ নভেম্বর ঃ বি. এম. কলেজের হিন্দু হোষ্টেলে হামলা ও ছাত্রদের নির্বিচারে প্রহার করা হয় এবং হল থেকে বের করে দেওয়া হয়।

১৩ নভেম্বর ঃ বেতাগী উপজেলা সদরে মন্দির ভাংচুর ও হিন্দুদের দোকানে লুটপাট চালানো হয়

আগৈলঝড়ায় অস্কর কালী মন্দির ভেঙে দেওয়া হয়। দুষ্কৃতকারীরা মন্দিরের মূর্তি নিয়ে যায়।

ভাটিখানা, কাউনিয়া কাশীপুরসহ বিভিন্ন গ্রামে বহু মন্দিরে হামলা ও দেব-দেবীর মূর্তি গুড়িয়ে দেওয়া হয়।

জেলা ঃ মানিকগঞ্জ

১০ নভেম্বর ঃ সাটুরিয়া উপজেলায় দুইটি মন্দির ও বিগ্রহ দুষ্কৃতকারীরা ধ্বংস করে দিয়েছে।

১১ নভেম্বর ঃ ধামরাই উপজেলায় একটি কালী মন্দির বিধ্বস্ত ও মূর্তি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। প্রায় শতাধিক লোক এ হামলায় অংশ গ্রহণ করে।

মানিকগঞ্জ উপজোলার বেতিলা রাসমেলায় হামলা ও লুটপাট করা হয়েছে। পুলিশের উপস্থিতিতেই এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি।

জেলা ঃ সিরাজগঞ্জ

১১ নভেম্বর ঃ সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলায় চান্দাইকোনায় স্থানীয় মসজিদ থেকে উত্তেজনাকর শ্লোগান দিয়ে একযোগে হামলাকারীরা বেরিয়ে এসে দোকানপাট ও বসত বাড়ীতে হামলা চালায়।

জেলা ঃ রংপুর

১০ নভেম্বর ঃ বিকেলে রংপুর জেলা শহরে বিরাট মিছিল উত্তেজনাকর শ্লোগান দিয়ে শহরের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর হামলা চালায়। রংপুর শহরে স্টেশন রোডে ঐতিহ্যবাহী রংপুর ধর্মসভায় হামলা চালিয়ে ব্যাপকভাবে ভাংচুর করা হয়।

রংপুর শহরের প্রধান কালীবাড়ী শ্রী শ্রী করুনাময়ী কালীবাড়ীতে হামলা চালানো হয়।

রংপুর শহরে কলেজ রোডে অবস্থিত শ্রীশ্রী আনন্দময়ী আশ্রমে প্রভূত ক্ষতিসাধন করা হয়।

জেলা ঃ নেত্রকোণা

নেত্রকোণা শহরে বড়বাজার কালীমন্দিরে হামলা চালিয়ে লুটপাট, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

জেলা ঃ কক্সবাজারে

কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলায় মন্দিরে হামলা চালানো হয়েছে।

জেলা ঃ নোয়াখালী

ছাতিয়া শহরে কয়েকটি মন্দিরে হামলা চালানো হয়েছে। বেগমগঞ্জ উপজেলার বজবায় হরিমন্দির ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

জেলা ঃ জামালপুর

জামালপুর শহরে বসাকপাড়ায় মন্দির ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

জেলা ঃ চাঁদপুর

১০ নভেম্বর ঃ চাঁদপুরের পুরানবাজারে দোকানপাট ও শহরতলিতে মন্দিরে হামলা চালানো হয়েছে। হাজীগঞ্জে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

জেলা ঃ নীলফামারী

সৈয়দপুরে কয়েকটি মন্দিরে হামলা ও ভাংচুর করা হয়েছে।

জেলা ঃ ঝালকাঠি

৯ নভেম্বর ঃ ঝালকাঠি শহরে হরিমন্দিরসহ প্রায় সবগুলো মন্দিরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়ীঘর ও দোকানপাটে হামলা চালানো হয়েছে।

চারণকবি মুকুন্দদাসের বাসগৃহ ও মন্দির ভাংচুর করা হয়েছে।

জেলা ঃ নারায়ণগঞ্জ

১০ নভেম্বর ঃ নারায়ণগঞ্জ শহরে রামকৃষ্ণ মিশন ও সংখ্যালঘুদের কয়েকটি দোকানে হামলা চালানো হয়েছে।

জেলা ঃ ঢাকা

১০ নভেম্বর ঃ রাতে ঢাকায় রামকৃষ্ণ মিশনে হামলা চালানো হয়েছে। লালবাগথানার নগর বেলতলী ঋষি পাড়ায় কয়েকটি হিন্দু দোকান ও বাসায় হামলা, লুটপাট ও ভাংচুর করা হয়।

ডেমরায় একটি বহুপ্রাচীন শ্মশানে হামলা চালিয়ে তছনছ করে দেওয়া হয়েছে।

ধামরাই ও সাভারে কয়েকটি মন্দিরে হামলা চালানো হয়েছে।

জেলা ঃ বাগেরহাট

১৭ নভেম্বর ঃ বাগেরহাট রামকৃষ্ণ মিশন, রাধাগোবিন্দ মন্দির, হরিমন্দিরসহ সমস্ত মন্দিরে হামলা ও ভাংচুর করা হয়েছে। ফতেহপুর কালীমন্দির, বেমতাকালী মন্দির, গিলেতলা হরি ও কালীমন্দির,কাড়াপাড়া কালীমন্দির, পাটরপাড়া কালীমন্দির ভাংচুর ও কষ্ঠিপাথরের শিবলিংগ লুট করা হয়েছে।

জেলা ঃ ময়মনসিংহ

মুক্তাগাছা জমিদারী বাড়ী সংলগ্ন হিন্দু বাড়ীগুলোতে সশস্ত্র হামলা, লুটপাট ও ভাংচুর করা হয়েছে।

জেলা ঃ ভোলা

১৭ নভেম্বর ঃ ভোলা শহরে হিন্দুদের কয়েকটি দোকানে হামলা ও ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা হয়েছে।

জেলা ঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

নবীনগর উপজেলার শ্যামগ্রাম ও শ্রীগ্রামে কয়েকটি মন্দিরে হামলা করা হয়েছে।

জেলা ঃ মাদারীপুর

১১ নভেম্বর ঃ মাদারীপুরের পুরান বাজারের হরিমন্দিরে হামলা করা হয়েছে এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে মিছিল বের করা হয়েছে।

কালকিনির ধামুসারর আশ্রম ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

জেলা ঃ মুন্সীগঞ্জ

বালিগাঁও-এ কালীমন্দির ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

জেলা ঃ পাবনা

পাবনা শহরে মন্দির ও দোকানপাটে হামলা ও লুটপাট করা হয়েছে।

জেলা ঃ সিলেট

১০ নভেম্বর থেকে ২৫ নভেম্বরঃ সিলেট সদরে চুড়খাই আখড়ায় হামলা চালিয়ে জগন্নাথ বিগ্রহ ভেঙে দেওয়া হয়।

জেলা ঃ সুনামগঞ্জ

১০ নভেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর ঃ ছাতক উপজেলায় ছাতক কালীমন্দিরে হামলা চালিয়ে মূর্তি ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

জগন্নাথপুরে শ্যামাট আশ্রমে হামলা ও মন্দিরের বিভিন্ন সামগ্রী লুটপাট করা হয়।

জেলা ঃ পিরোজপুর

২৬ নভেম্বর ঃ কাউখালী উপজেলার সোনাপুর গ্রামের পরেশ লাল কুণ্ডুর কালী মন্দিরে রাত দেড়টার দিকে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এতে কালী মূর্তি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়।

হুলারহাট দুর্গামন্দিরেও এ ঘটনার কয়েকদিন আগে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

নির্যাতন ও নিপীড়ন

১। গত ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ ইং ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার নিদারাবাদ গ্রামে শশাংক দেবনাথের স্ত্রী বিরজাবালা ও তার পাঁচ ছেলে মেয়েকে অপহরণের পর নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাদের চোখ মুখ বেঁধে একটি নৌকায় তুলে গ্রামে থেকে দু কিলোমিটার দূরে খালের পাশে নিয়ে গিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে হত্যা করা হয় এবং দুটি ড্রামের ভেতর ঢুকিয়ে খালের পানির নিচে পুঁতে রাখা হয়। ইতিপূর্বে ১৯৮৭ সালের ১৬ অক্টোবর রাতে শশাংক দেবনাথকে বাড়ী ডেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়।

নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলাধীন চৌমুহনী পৌরসভার অন্তর্গত হাজীপুর গ্রামে বাসুদেব কর্মকারের পিতা রামচন্দ্র কর্মকার ১৯৭৯ ইং পর্যন্ত বসতবাড়ীর পাশে কিছু সম্পত্তি একই এলাকার আলী আহমদ মিঞার (পিতা মৃত হাজী নাজির উল্লাহ) কাছে বিক্রি করেন এবং সরেজমিনে উক্ত সম্পত্তি আলী আহমদকে বুঝিয়ে দেয়া হয়। রামচন্দ্র কর্মকার ১৯৭৪ সালে মৃত্যবরণ করেন।

সম্প্রতি উক্ত আলী আহমদ মিঞা বাসুদেব কর্মকারের বাড়ী থেকে বের হওয়ার মূলদরজা ও পুকুরের ঘাট ব্যবহার বন্দ করে দিয়েছে। আলী আহমদ ক্রীত ৬০ শতাংশ সম্পত্তি বুঝে পায় নাই বলে চৌমূহনী পৌরসভায় এক দরখাস্ত দিয়ে সম্পত্তি পরিমাপের ব্যবস্থা করে। রাম চন্দ্রের মৃত্যর ১৫ বছর পর সম্পত্তি বুঝে

না পাওয়ার অভিযোগ তুলে এবং বাসুদেব কর্মকারকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়ে সার্ভেয়ার দ্বারা জরিপ ও বিপরীত প্রতিবেদন দাখিল করিয়ে এক প্রহসনমূলক শালিসী রোয়েদাদ পেশ করান হয়। বাসুদেব কর্মকার পৌরসভার চেয়ারম্যানের কাছে আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হন।

গত ১৬ জুলাই উক্ত আলী আহমদ শদেড়েক লোক নিয়ে বাসুদেবের জায়গায় সীমানা দেয়াল নির্মাণ শুরু করে পূর্ব পুরুষের স্থাপিত শিব মন্দিরের মাঝ বরাবর পর্যন্ত নিয়ে আপাততঃ কাজ বন্ধ রেখেছে এবং যে কোন সময় মন্দির ভেঙে ফেলতে পারে। ইতিমধ্যে পূর্ব পুরুষের স্থাপিত শীতলা মায়ের চিহ্নিত গাছের ডালপালা উক্ত আলী আহমদ কেটে ফেলেছে। এর মধ্যে আলী আহমদ বাসুদেবকে ঘরবাড়ী বিক্রি করে চলে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করেছে। অন্যথায় তাদের সবাইকে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দিচ্ছে।

উল্লেখ্য, যে আলী আহমদের কন্যার জামাতা জাতীয় সংসদের একজন সদস্য এবং নোয়াখালী জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান। পুরো ঘটনা জানিয়ে বাসুদেব কর্মকার রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

৩। কুমিল্লা পৌর এলাকার ৬ নং সংরাইশ নামক মহল্লার বাসিন্দা মরণ সাহার পৈত্রিক ভিটাবাড়ীতে একই মহল্লার বাসিন্দা রুহুল আমিন (পিতা বাচ্চু মিঞা) কিছু লোকজন নিয়ে ১৯৮৭ সালে জোরপূর্বক অনুপ্রবেশ করে এবং মরণ চন্দ্রকে প্রাণনাশের ভয় দেখিয়ে বাড়ীর অর্ধাংশ দখল করে নেয়। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় জনসাধারণের প্রতিরোধের পর রুহুল আমিন জাল কাগজপত্র দেখিয়ে কুমিল্লা জেলা সদরে সিনিয়র সরকারী জজের আদালতে মামলা দায়ের করে (মামলা নং টি সুট-নং-২২৩)।

মাননীয় বিচারক গত ২৭ জুন ১৯৮৯ ইং মরণ চন্দ্রের অনুকূলে মামলার রায় প্রদান করেন। মামলায় হেরে গিয়ে উক্ত রুহুল আমিন গত ৬ই আগষ্ট কুমিল্লা জেলা জজের আদালতে টাইটেল আপিল মামলা দায়ের করে (মামলার নং ১৬৭/১৯৮৯)। কোর্টে আপিলের পর নিয়মানুযায়ী উভয় পক্ষের স্বাভাবিক অবস্থায় থাকার কথা থাকলেও উক্ত রুহুল আমিন মরণ চন্দ্রের বাড়ীতে বেড়া

দেওয়া, পায়খানা তৈরি,গাছ লাগানো, কৃষি কাজ সহ বাড়ী ঘর তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে মরণ চন্দ্র কুমিল্লা জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ করেছেন।

এসব কাজের প্রতিবাদ জানালে রুহুল আমিন সম্প্রতি মরণ চন্দ্রকে প্রাণনাশের হুমকি এবং অবিলম্বে দেশত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছে। স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ না করলে মরণচন্দ্রকে জোরপূর্বক দেশত্যাগ বাধা করা হবে বলেও উল্লেক করা হয়েছে।

৪। গত ১০ মার্চ, ১৯৮৯ ইং একটি হিন্দু সংগঠনের গোপালগঞ্জ জেলা কমিটির উদ্যোগে রাখদিয়ায় আয়োজিত এক জনসভা শেষে সংগঠনের কর্মীরা বাড়ী ফেরার পথে পুইশুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামরুল ইসলাম লোকজন নিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায়। হামলায় প্রায় ২৩ জন আহত হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে গোপাল গঞ্জের জেলা প্রশাসকের কাছে এ ব্যাপারে জানান হয়েছে।

৫। গোপালগঞ্জের সদর উপজেলার হরিদাসপুর গ্রামের হরিবোলা রঙ্গের পরিবারের সদস্যদের জোরপূর্বক বিতাড়িত করে তার ভিটাবাড়ি দখল করার পর শ্রীরঙ্গের পরিবারের সদস্যরা এখন ভিখারীর মতো সাহায্যের আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

৬। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বৌলতলী বাজারের দক্ষিণ পাশে সুইচ গেটের ওপর গত ২৫ মার্চ ১৯৮৯ ইং তারিখে বিকেলে করপাড়া ইউনিয়নের বনগ্রাম নিবাসী এনজেল হক মজুমদার, বুলবুলমোল্লা, আবুল বাসার মোল্লা, বরকত আলী সিকদার (বকু) জলিপাড়ের ধণা বৈরাগী নামে একজন ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাই করে এবং পদ্মবিলায় রমেন্দ্র নাথ কাঞ্জিলালের বাড়ী চড়াও হয়ে টাকা দাবি করে, অন্যথায় প্রাণনাশের হুমকি দেয়। গত ২৯ মার্চ রাতে ঐ দুষ্কৃতকারীরা সদর উপজেলার কংশুয় গ্রামের হিন্দু নাগরিকদের উপর হামলা চালায়। তারা মহিলাদের ওপর পাশবিল নির্যাতন করে। যাওয়ার সময় হিন্দুত্বের দেশত্যাগের নির্দেশ দিয়ে যায়।

৭। ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলার কোতোয়ালী থানার দাপুনিয়ার জনৈক হেলালউদ্দিন সম্প্রতি দুটি হিন্দু মেয়েকে জোর করে ধর্মান্তরিত করার পর বিয়ে করেছে। উক্ত হেলাল উদ্দিন এখন উক্ত পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ইসলাম

ধর্ম গ্রহণের জন্য চাপ দিচ্ছে। হুমকি দেওয়া হচ্ছে যে, অন্যথায় তাদের হত্যা করা হবে। উক্ত পরিবারের সদস্য রঞ্জন ও অমিত্রা রাণী এ ব্যাপারে ময়মন সিংহের এস. পির কাছে পুরো ঘটনা জানিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন।

৮। গত ৩ জুলাই ১৯৮৯ ইং রাত এগারটার দিকে বৃহত্তর রংপুর জেলার অধীনস্থ তারাগঞ্জ উপজেলার ইকরচালী ইউনিয়নের ইকরচালী গ্রামের আবদুস সাত্তারের পুত্র মুকুল দলবল নিয়ে একই গ্রামের তিনকড়ি লাল সাহার কন্যা সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী জয়ন্তী রাণী সাহাকে অপরহণ করে নিয়ে যায়। তিনকড়ি বাবু উপজেলা থানায় মামলা দায়ের করার পর পুলিশ ২৪শে জুলাই জয়ন্তী সাহাকে উদ্ধার ও মুকুলকে গ্রেফতার করে। জয়ন্তীকে থানা পুলিশের হেফাজতেও মুকুলকে রংপুর জেল হাজতে পাঠানো হয়। ২৫ জুলাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জয়ন্তীকে পুনরায় পুলিশ হেফাজতে পাঠান এবং ২৭ জুলাই কোর্টে হাজির করা হলে কতিপর প্রভাবশালী ব্যক্তি লোক জমায়েত করে জয়ন্তীকে মুকুলের পক্ষে জামিন দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। এরা আদালত ভবনে হামলা চালায়, ভাংচুর করে এবং ঢাকা-দিনাজপুর মহাসড়কে প্রায় ৩/৪ ঘন্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখে। নির্বাহী কর্মকর্তা অতঃপর ইকরচালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেনের অধীনে পাঁচশ গজের মধ্যে জামিন মঞ্জুর করেন। কিন্তু দেলোয়ার হোসেন জয়ন্তীকে পাঁচশ গজের মধ্যে না রেখে ৩/৪ মাইল দূরে নিজ বাড়ীতে নিয়ে যায়।

স্থানীয় প্রভাবশালী মুসলমানগণ তিনকড়ি সাহাকে মামলা পরিচালনা থেকে বিরত থাকার জন্য হুমকি দেন। তিনকড়ি বাবুর আইনজীবীকে কোর্টে প্রবেশ করতেও দেওয়া হয়নি, এমনকি তাকে মারধরও করা হয়।

সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, জয়ন্তীর পক্ষে মামলা পরিচালনায় সুযোগ না দিয়ে তাকে অপহরণকারীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে এমন একটা সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে, হিন্দুরা অত্যন্ত অনিশ্চিত বোধ করছেন।

৯। ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলায় তুতাল গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা স্টীফেন ক্রুজের পৈত্রিক জমিসহ উক্ত গ্রামের আরো কয়েকটি

খ্রীষ্টান পরিবারের বাড়ীভিটা ও প্রায় ১০০ বিঘা নাল জমি এম. এ. মজিদ নামে এক ব্যক্তি প্রশাসনের সহায়তার জবর দখল করার চেষ্টা করে। উক্ত এম. এ. মজিদ একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক।

বংশ পরম্পরায় ভোগ দখল করে আসা প্রায় ২০ টি পরিবারের এসব জমি কারসাজি করে ইতিপূর্বে অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উপজেলা রাজস্ব কর্মকর্তাগণ উক্ত এম. এ. মজিদ ও ইউনিয়ন পরিষদের জনৈক সদস্যের আত্মীয় স্বজনের নামে উল্লিখিত জমি অবৈধভাবে অস্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়েছেন।

১০। একইভাবে প্রাক্তন পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা তুতাল গ্রাম নিবাসী ম্যাথিয়াম ডি. রোজারিও ও তাঁর এক ভাইয়ের সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি ঘোষণা করে তাদেরই এক বর্গাদারের নামেপত্তন দেওয়া হয়েছে। এখানে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য খ্রীষ্টান কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দ উপজেলা কর্মকর্তার কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

১১। বান্দুরা ইউনিয়নের প্রখ্যাত আইনজীবী ব্যারিষ্টার ড্যানিয়েল গোমেজের (বর্তমানে তিনি অন্য দেশের নাগরিক) বসতবাড়ী ও নাল জমি গ্রামের খ্রীষ্টান ক্লাব উপজেলা প্রশাসনের কাছে ক্লাবের নামে বন্দোবস্ত চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে। উক্ত সম্পত্তি বান্দুরা ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান খবিরউদ্দিন আহমেদের নামে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে।

১২। গত ২ এপ্রিল, ১৯৮৯ ইং নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার বাসার্ডের গ্রামে মোঃ আরজাদ আলী, মোঃ কুদ্দুস বিশ্বাস প্রমুখ গভীর রাতে সাঁওতাল পল্লীতে হানা দেয়। মহিলাদের উপর অত্যাচারের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হলে তারা গনেশ টুডুর বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং সাঁওতালদের এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার হুমকি দেয়। নিকটে পানি না থাকায় প্রতিবেশীরা গনেশ টুডুর বাড়ী রক্ষা করতে পারেনি এবং আগুনে তার সমস্ত সহায় সম্পত্তি পুড়ে যায়। অপরাধীদের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানা জানান সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অপরাধীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

১৩। নেত্রকোনার ধোবাউড়া থানার বণিক পাড়া গ্রামের কয়েকজন উপজাতি গাড়ো খ্রীষ্টানকে সম্প্রতি ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। ধর্মান্তরিত করার পরতাদের খ্রীষ্টান উপজাতীয় অংশীদারদের জমিজমা কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে। সবাইকে ধর্মান্তরিত করার জন্য হুমকি দেয়া হয়েছে।

১৪। গত ১৩ মে, ১৯৮৯ ইং তারিখে গভীর রাতে ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার বৈরচুনা গ্রামে থুমা হাঁসরা নামে একজন আদিবাসীর বাড়ীতে মোঃ আজগর আলী মোঃ ইশহাক আলী, মোঃ নূর ইসলাম ও মোঃ জসিম উদ্দিন প্রমুখ অগ্নি সংযোগ করে এবং আদিবাসীদের অবিলম্বে বাংলাদেশ ত্যাগ করার জন্য হুমকি দেয়। জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও ফৌজদারী আদালতে মামলা দায়ের করা সত্ত্বেও আসামীরা প্রকাশ্য ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুলিশ তাদের গ্রেফতার করছে না। আদিবাসী জনগণের মধ্যে ত্রাণের সৃষ্টি হয়েছে।

১৫। সুনামগঞ্জ জেলার ধরমপাশা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নজরুল ইসলাম গুচ্ছগ্রামের নামে নয়া পাড়া গ্রামের নৃপেন্দ্র চন্দ্র সরকারের ৫ দশমিক ২৮ শতাংশ পৈত্রিক জমি দখলের চেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে। রাজস্ব বিভাগের ভুলবশতঃ উক্ত সম্পত্তি সরকারী খাস জমি হিসেবে রেকর্ডে দেখানো হযেছে, যার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় দলিল-পত্র সহ সহকারী জজের আদালতে গত ২৫ জানুয়ারী, ১৯৮৯ ইং তারিখে স্বত্ব মোকর্দমা দায়ের করা হয়। উক্ত ভূমিতে এর পর সরকার পক্ষের বিরুদ্ধে অন্তবর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। কিন্তু উক্ত সহকারী কমিশনার নিজে বাদী হয়ে নৃপেন্দ্রচন্দ্র সরকারের পরিবারের সকল সদস্য সদস্যাদের আসামী করে উপজেলা ম্যজিস্ট্রেটের আদালতে মামলা দায়ের করেছেন। এতে ধর্মীয় সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

১৬। সিরাজগঞ্জ জেলার তারাশ ও রায়গঞ্জ উপজেলায় প্রায় ৩৫ হাজার আদিবাসী জনগণের উপর পুলিশ অকথ্য নির্যাতন ও অত্যাচার করে। আদিবাসীদের গোপন দলের সদস্য বলে অভিযোগ করে অস্ত্র উদ্ধারের নামে বাড়ী বাড়ী তল্লাশী চালানো হয়েছে। ৫ নভেম্বর ১৯৮৮ ই ভোরে তাড়াশ উপজেলার সি আই মোঃ গাজীউর রহমান এলাকায় হানা দিয়ে মারধর করে এবং তাড়াশে গির্জায় ঢুকে ধর্মীয় বইপুস্তক

ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সামগ্রী নিয়ে যায়। পরে টাকার বিনিময়ে এসব ফেরত দেওয়া হয়। ২২ শে নভেম্বর রায়গঞ্জ উপজেলার দারোগা মোহাম্মদ রাজ্জাক পুলিশ বাহিনী নিয়ে আদিবাসীদের বেদম মারধর করে এবং ১৫/২০ জনকে ধরে নিয়ে যায়। এদের মধ্যে তিনজনের এখনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। এ সুযোগে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি আদিবাসী জনগণকে ভারতে যাওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে।

১৭। টাঙ্গাইল শহরে আদলত পাড়া থেকে শত ৯ জুলাই ১৯৮৯ ইং সন্ধ্যায় সুধীরচন্দ্র ঘোষের চতুর্দশী কন্যা মুক্তিরাণী ঘোষকে আব্দুল কাইয়ুম খান নামক একজন আদমবেপারী অপহরণ করে। মুক্তি এ বছর স্থানীয় টাঙ্গাইল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে এস এস সি পরীক্ষা দিয়েছে। অপহৃতা মুক্তির ভাই নিবাসচন্দ্রকে বিদেশে পাঠানোর কথা বলে ইতিপূর্বে কাইয়ুম খান ৮৫ হাজার টাকা নেয়। কিন্তু পরে কাইয়ুম নিবাসচন্দ্রকে বিদেশে পাঠাতে ব্যর্থ হলে নিবাসের পিতা তাকে টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য চাপ দেয়। এর পরই মুক্তিকে অপহরণ করা হয়। টাঙ্গাইল থানায় এ ব্যাপারে এজাহার দেওয়া হলেও এখনো কেউ গ্রেফতার হয়নি।

১৮ ভোলার কালীনাথ বাজারের শ্রীমতি শোভা রাণীর অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যা তন্দ্রা রাণীকে জাকির হোসেন ও অপর এক ব্যক্তি অপহরণ ও ধর্ষণ করে। এ ব্যাপারে ভোলা উপজেলা আদালতে মামলা ও ঊর্ধতন মহলে জানানো হলেও কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

১৯। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার দেওয়ানপুর গ্রামের মোহাম্মদ শফিউল আলম, পিতা আবদুর রহিম গত ৩০ আগষ্ট, ১৯৮৮ ইং তারিখে তপন কুমার চক্রবর্তীর কাছ থেকে ১৬ শতক নাল জমি ক্রয় করে। উক্ত শফিউল আলম গত ১৬ মার্চ, ১৯৮৯ ইং মোহাম্মদ ইদ্রিছ মিঞা, মোহাম্মদ ইসহাক ও মোহম্মদ ইলিয়াস প্রমুখকে নিয়ে তপন কুমার চক্রবর্তীর ভাই স্বপন কুমার চক্রবর্তী, গোপাল চক্রবর্তী ও আত্মীয় শ্রীমতি পুষ্প চক্রবর্তীর অবিভক্ত এজমালী পুকুরে জাল ফেলে মাছ লুটপাট করে নিয়ে যায় এবং বাড়ীর বেড়া ভাংচুর করে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের জানানো সত্ত্বেও কয়েকজন ইউপি সদস্য এ ব্যাপারে শফিউল আলমের সাথে জড়িত থাকায় সুবিচার মেলেনি।

শফিউল আলম দলিল লেখক ও আমলাদের যোগসাজসে অকৃষি জমির জন্য কর্তৃপক্ষের ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ব্যতীত বাড়ী ভিটা ও পুকুর নালজমি বলে উল্লেখ করে দলিল রেজিষ্ট্রি করেছে। বিক্রেতার অগোচরে উক্ত শফিউল আলম নাল জমির দাগের সাথে বাড়ী ভিটা ও পুরুরের দাগও অন্তর্ভূক্ত করেছে এবং তপন চক্রবর্তীর অংশের বাড়ী ভিটা ও পুকুর জবর দখল করার জন্য তার অন্যান্য ভাই ও আত্মীয় স্বজনের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে।

২০। গত ২০ আগষ্ট ১৯৮৯ ইং ঝালকাঠি জেলার ঝালকাঠি থানার নরের কাঠি গ্রামের রঞ্জিত কুমার শিকদারকে অজ্ঞাত কারণে গ্রেফতার করা হয়। গ্রাম্য ডাক্তার হিসেবে তিথি জীবকা নির্বাহ করেন।

২১। ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা থানাধীন ধামসুর মৌজার আকালিয়া গ্রামের জালাল শেখ কয়েক মাস আগে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে পূর্ণচন্দ্র বর্মনের যুবতী মেয়েকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার চালায়। পরে পূর্ণচন্দ্র প্রাণভয়ে মেয়ে সহ ভিটামাটি ছেড়ে অত্যন্ত চলে যেতে বাধ্য হয়। উক্ত জালাল আরো কয়েকজন হিন্দু মহিলার ওপরও অত্যাচার চালায়। বিচার প্রার্থনা করেও কোন সুফল পাওয়া যায়নি। জালাল শেখ কিছুদিন আগে মুকুন্দ বর্মনের ২০ বিঘা জমি ও প্রিয়নাথ ...নের ১৫ বিঘা জমি জোর করে নিয়ে গেছে। প্রাণভয়ে তারা ভালুকা থানায় ...সব ব্যাপারে জানাতে পারেনি।

২২। ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়ায় হিন্দুদের একমাত্র শ্মশানটি উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র চলছে। সুদীর্ঘ দুশো বছরেরও বেশি সময় ধরে এই শ্মশানে শবদাহ করা হলেও সম্প্রতি একটি বিশেষ মহলের কারসাজিতে শ্মশানটি উচ্ছেদের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। শ্মশানে যাওয়ার একমাত্র পথটির সামনে গত ২৯ মার্চ ১৯৮৯ ইং আড়াআড়িভাবে টিনের চালা এবং পিছনের অংশে ১ এপ্রিল ইটের দেওয়াল তোলা হয়। ১১ এপ্রিল বাজারে নারায়ণচন্দ্র দে নামে একজন ড্রাইভার মারা যান। কিন্তু শ্মশানঘাটের রাস্তা বন্ধ থাকায় তাকে সময়মতো দাহ করা সম্ভব হয়নি। পরদিন প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বিকল্প পথে ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে শব শ্মশানে নেওয়া হয়। এ ব্যাপারে উর্ধবতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

২৩। সম্প্রতি ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী উপজেলার কৃষ্ণপদ দত্তের অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে শুক্লারাণী অপহরণ করা হয়। পরে পুলিশ শুক্লারাণীকে উদ্ধার করে, কিন্তু অপহরণকারীদের জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। শুক্লা এখন পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। অপহরণকারীরা জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর শুক্লার পরিবারের সদস্যদের হুমকি দিচ্ছে। ফলে এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি হয়েছে।

২৪। গত ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৮৯ ইং নেত্রকোনা জেলার সদর উপজেলার মেদনী ইউনিয়নের দীঘজানগ্রামের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রচারনায় দুষ্কৃতিকারীরা ব্যাপক লুটপাট চালায়। ২৮ ডিসেম্বরও অনুরূপ হামলার প্রচেষ্টা চালানো হয়। প্রশাসন এ যাবৎ কোন উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

২৫। গত বছর (১৯৮৯ ইং) জুলাই মাসে ময়মনসিংহে ফুলপুর উপজেলার ১৪ নং ইউনিয়নের মাঝিয়ালী গ্রামে সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা প্রাক্তন ইউপি সদস্য নিতাই দাসকে গুলি করে হত্যা করে এবং তার মেয়েকে গুরুতর ভাবে আহত করে। দুর্বৃত্তরা একই ইউনিয়নের লাউটিয়া গ্রামে প্রফুল্ল সরকারের বাড়ীতে হানা দিয়ে বহু টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। যাবার সময় দুর্বৃত্তরা প্রফুল্ল সরকারের জামাতাকে অপহরণ করে। এছাড়া দুর্বৃত্তরা টেঙ্গু, লিয়াকান্দা গ্রামের ধরণী পাল ও জীতেন পালের বাড়ীতে হামলা চালায়।

গত ২২ জুন রাতে দুর্বৃত্তরা মাঝিয়ালী গ্রামের গোপালচন্দ্র দেবনাথের বাড়ীতে হামলা চালিয়ে বহু টাকার মালামাল নিয়ে যায়। দুর্বৃত্তরা গৃহস্বামী গোপাল চন্দ্র দেবনাথ ও চার স্ত্রীকে বেদম প্রহার করে। দুর্বৃত্তরা গোপালচন্দ্র দেবনাথের কাছে ৫০ হাজার টাকা দাবি করে এবং তিনদিনের মধ্যে দাবিকৃত টাকা পরিশোধ করার নির্দেশ দেয়। দাবিকৃত টাকা পরিশোধ না করলে পরিবারের সবাইকে হত্যা, বাড়ীঘরে অগ্নি সংযোগ এবং ক্ষেতের ফসল কেটে নিয়ে যাবে বলে দুর্বৃত্তরা হুমকি দিয়েছে। দুর্বৃত্তদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গোপালচন্দ্র দেবনাথ ও তার পরিবারের লোকজন বাড়ীঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। এদিকে ২৮ জুন দুর্বৃত্তরা প্রকাশ্য দিবালোকে পুনরায়

উক্ত বাড়ীতে হামলা চালিয়ে বাড়ীঘর ভাংচুর করে। ২৭ জুন লাউটিয়া গ্রামের মনীন্দ্র সরকারের বাড়ীতে দুর্বৃত্তরা হামলা চালায় এবং গৃহস্বামীর কাছে ২০ হাজার টাকা দাবি করে। কিন্তু নিরুপায় মনীন্দ্র সরকার প্রাণের ভয়ে পরিবার ও বাড়ীঘর ত্যাগ করে পালিয়ে গেছেন।

২৬। কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষক তিমির বরণ মৃধা গত ২ জুলাই ১৯৮৯ ইং তারিখে ইনস্টিটিউটে পরীক্ষা চলাকালে দুই জন ছাত্রকে নকলে বাধা দিলে ক্ষিপ্ত ছাত্ররা তাঁকে পরীক্ষা হলের মধ্যেই অপমান করে। এরপর ঐদিন বিকেলে ইনষ্টিটিউটের ভিপির নেতৃত্বে ৫০/৬০ জন ছাত্র শিক্ষক মেসে তিমির বরণ মৃধার উপর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়ে তাঁর জীবন নাশের হুমকি দেয় এবং তাঁকে ইনস্টিটিউট ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়।

এই ঘটনা ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষকে জানানোর পরও কোনো ফল হয়নি। ফলে তিমির বরণ মৃধা কর্মস্থল ত্যাগ করে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মর্কতাদের লিখিতভাবে জানিয়েও কোনো ফল হয়নি।

২৭। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্জারামপুর উপজেলার মীরপুর গ্রামের ক্ষিতীশচন্দ্র দেবনাথের মেয়ে করুণা বালাকে একই গ্রামের জনৈক মনির মিয়া এবং দুলাল মিয়া গত ২০ জুন, ১৯৮৯ ইং তারিখে অপহরণ করে নিয়ে যায় ও ধর্ষণ করে।

এ ব্যাপারে স্থানীয় থানা থেকে আসামীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হলে আসামী পক্ষের লোকজন মামলা তুলে নেবার জন্য করুণাবালার পরিবারের উপর চাপ দিতে থাকে। এক পর্যায়ে আসামীরা গত ৭ জুলাই, ১৯৮৯ ইং তারিখে করুণাবালাকে পুনরায় অপহরণ করে।

কিছুদিন পরে অপহৃতা করুণা বালাকে পলিশ উদ্ধার করে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে আসামীদের হাত থেকে জীবন রক্ষার জন্য করুণাবালা আবেদন জানালে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারে নিরাপত্তা সেলে রাখার নির্দেশ দেন। এ পর্যন্ত আসামীদের কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

২৮। গত ৮ আগষ্ট, ১৯৮৯ ইং তারিখে চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলায় কোতয়ালী ঘোনা গ্রামে ৫ জন সশস্ত্র দুর্বৃত্ত রাত ২টায় দরজা ভেঙ্গে গীতা রানী

সেন (২০) কে অপহরণ করে অদূরবর্তী চৌধুরী দিঘীর পাড়ে নিয়ে গিয়ে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। দুর্বৃত্তরা গীতা রাণীর পিতাকে বেদম প্রহার করে ও তার হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখে। সকালে গ্রামবাসীরা অজ্ঞান অবস্থায় গীতাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। অপরাধীদের সম্পর্কে প্রশাসন অবহিত থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

২৯। সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ভোমরা গ্রামের কিশোরী অনিমা রাণী দাস একই গ্রামের দুই সন্তানের পিতা শহীদুল কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছে। ১৯৮৯ সনের আগষ্ট মাসে এ ঘটনা ঘটে। অনিমা যখন মাঠে তার বাবার জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিল তখন লম্পট শহীদুল পথিমধ্যে তাকে ধর্ষণ করে। রক্তাক্ত অবস্থায় অনিমাকে সাতক্ষীরা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ব্যাপারে সাতক্ষীরা থানায় একটা মামলা দায়ের করা হয়েছে। কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

৩০। গত বছর আগষ্ট মাসে গোপাল গঞ্জ সদর উপজেলার বেদগ্রামের হরেন্দ্রনাথ হীরার কন্যা নন্দিতা রাণী হীরা (১৩)-কে দুষ্কৃতকারীরা অপহরণ করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে গোপালগঞ্জ থানায় একটা মামলা দায়ের করা হয়েছে। কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

৩১। গত ২০ অক্টোবর, ১৯৮৯ ইং পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার পানপট্টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুভাষচন্দ্র সরকারকে তাঁর চরখালী গ্রামের বাড়ীতে রাতের বেলায় আততায়ীরা নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করে। এ ব্যাপারে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

৩২। গত ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ ইং তারিখে গোপালগঞ্জে চিত্তরঞ্জন মজুমদার (৬০) নামে জনৈক বৃদ্ধের লাশ চোরখুলি নামক স্থানে ঘাঘর নদী থেকে উদ্ধার করা হয়।

জানা যায়, কোটালীপাড়া উপজেলার কুলখাই ইউনিয়নের লাখিরপাড় গ্রামের চিত্তরঞ্জনকে চোরখুলীতে আততায়ীরা হত্যা করে নদীতে ফেলে দেয়। এ ব্যাপারে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

৩৩। গত ২৮ অক্টোবর, ১৯৮৯ ইং জয়দেবপুরের পিংগাইল গ্রামের দিনমজুর অশ্বিনী কুমার চন্দ্রের কিশোরী কন্যা মিকোকে (১৪) দুষ্কৃতকারীরা ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর মিকো মৃত্যুবরণ করেছে।

ঘটনার দিন মিকো বন থেকে লাকড়ী কুড়িয়ে স্থানীয় একটা বাজারে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় এই নির্মম পাশবিকতার শিকার হয়। স্থানীয় একটা প্রভাবশালী কুচক্রী মহল ঘটনাটা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য চেষ্টা তদবির করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৩৪। নারায়ণগঞ্জের নাগবাড়ী শেরে বাংলা একাডেমীতে শিক্ষক জগৎ জীবন দে নান্টু গত জানুয়ারী মাসের গোড়া থেকে নিখোঁজ রয়েছেন।

নারায়ণগঞ্জ নাগ মহাশয় আশ্রম পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় পূজা কমিটির সদস্য নান্টুর নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে জানা গেছে, নাগবাড়ীর জমি উদ্ধার এবং সীমানা দেয়াল নির্মাণ নিয়ে বর্তমান কমিটি তৎপর হওয়ায় স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে বিরোধ দেখা দিয়েছিল।

৩৫। সিলেট শহরের উপকণ্ঠে ধূপাড় ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামের অধিবাসী কামিনী মোহন পালের ভিটেমাটি গ্রাসের ষড়যন্ত্র চলছে। ৬৫ বছর বয়স্ক কামিনীর শহরে চিড়ামুড়ির ব্যবসা রয়েছে। গত ২০ জানুয়ারী ১৯৯০ ইং তারিখে তিনি জানতে পারেন যে, তার ১ দশমিক ১৭ একর জমি হস্তান্তর দান, বিক্রি ইত্যাদির ক্ষমতা দিয়ে জনৈকা সেলিনা মাহমুদের বরাবরে তার নামে অগোচরে এক মোক্তারনামা সম্পাদিত ও সিলেট সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজেষ্ট্রি সম্পাদন করা হয়। তিনি সাথে সাথে সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে গিয়ে তল্লাশি করে আরো জানতে পারেন, ১০৬৫ দলিলে আমমোক্তারনামা রেজিষ্ট্রি করা হয়েছে। আমমোক্তারনামায় কামিনী মোহন পাল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তার সম্পত্তি ও বাড়ীঘর থেকে দূরে অবস্থান জনিত কারণে তার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষম দান ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা দিয়ে এই আমমোক্তারনামা সম্পাদন করেছেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করে ২২ জানুয়ারী সিলেট সদর উপজেলা আদালতে মামলা দায়ের করার পর চক্রান্তকারীরা তাকে ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের হত্যা ও বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে।

৩৬। ফেনী উপজেলাধীন চাঁদপুর নিবাসী কামিনী সুন্দরী বৈষ্ণবীর সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্য কতিপয় দুষ্কৃতকারী সম্প্রতি তাকে নিজ বাসস্থান থেকে অপহরণ করে। সংগে তার ভগ্নিপতি কুমুদ দাসকেও অপহরণ করা হয়। পরবর্তীকালে কামিনী সুন্দরীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় এবং গত ৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৯ ইং তারিখে তার গলিত লাশ ফেনী থানা পুলিশ উদ্ধার করে। কামিনী সুন্দরীকে অপহরণের পর তার দেবর পুত্র রাধেশ্যাম দাস ২৪ নভেম্বর ফেনী থানায় এজাহার দায়ের করেন। ইতিমধ্যে ভগ্নিপতি কুমুদ দাস দুষ্কৃতিকারীদের কবল থেকে মুক্তিলাভে সমর্থ হন। জবানবন্দী দিলেও পুলিশ অন্যান্য আসামীদের গ্রেফতার ও হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত অনুষ্ঠানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে না। কামিনী সুন্দরীর বসতবাড়ী ও অন্যান্য সম্পত্তি নিয়েও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

উপাসনালয় ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হামলা

৩৭। কুমিল্লার অবস্থিত উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী অভয়াশ্রমে দীর্ঘদিন থেকেই নববর্ষ পালিত হয়ে আসছে। বিগত নববর্ষের দিন প্রার্থনা চলাকালে দুষ্কৃতকারীরা ঢিল ছুড়ে অনুষ্টান পণ্ড করে দেয়।

৩৮। একই দিনে অভয়াশ্রমের অদূরে বৌদ্ধ আশ্রম সংলগ্ন কালীতলায় নববর্ষ উপলক্ষে পূজার্চনারত ব্রাহ্মণকে অমানুষিকভাবে বের করে দিয়ে পূজার সামগ্রী ছিনিয়ে নেওয়া হয়। নিকটে পুলিশ থাকা সত্ত্বেও তারা এগিয়ে আসেনি। ফলে জনমনে হতাশা সৃষ্টি হয়।

৩৯। প্রতি বছর ৭ বৈশাখ ত্রিপুরার মহারাজা প্রতিষ্ঠিত ময়নামতির ঐতিহাসিক রাণীর বাংলা সংলগ্ন কালীবাড়ীতে বিগ্রহরূপী কালীগাছটিকে কেন্দ্র করে বৈশাখী মেলা ও পূজা অনুষ্ঠিত হয় বিগত ১ বৈশাখ কালীগাছটিকে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গাছের কিয়দংশ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে ঐতিহাসিক মেলা ও পূজায় হিন্দুদের উপস্থিতি খুবই কম ছিল।

৪০। কুমিল্লা শহরের মাঝখানে কাপড়িয়া পট্টির লক্ষ্মীনারায়ণজীর আখড়ায় প্রতি রোববার ভগবৎপাঠ ও সন্ধ্যাপূজারতি অনুষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি অনুষ্ঠানে ঢিল জোড়া হলে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ ও পরবর্তী পর্যায়ে এলাকার হিন্দুদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি হয়।

৪১। লালমাই পাহাড়ের দক্ষিণাংশে ত্রিপুরার মহারাজা প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির ও চণ্ডী মন্দির যুগ যুগ ধরে ভক্ত সমাগমে মুখর হয়ে আসছে। বর্তমানে দুষ্কৃতকারীরা জোর করে মন্দিরের মূল্যবান গাছপালা কেটে নিয়ে যাচ্ছে।

৪২। কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানার ১১ নং (উঃ) ইউনিয়নের সিঙ্গুলা গ্রামের পূজা মণ্ডপ থেকে গত বছর শিব মূর্তি অপহরণ করা হয়। আজো মূর্তিটি উদ্ধার করা হয়নি।

৪৩। ইলিয়টগঞ্জ বাজারের ঐতিহ্যবাহী কালী মূর্তি দুষ্কৃতিকারীরা অপহরণ করে নিয়ে যায়। আজো এই কালী মূর্তি উদ্ধার করা হয়নি।

৪৪। সম্প্রতি খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার হিন্দু অধ্যুষিত দেবীতলা, ফুলতলা, বয়ারভাঙ্গা, খলসীবুনিয়া প্রভৃতি গ্রামে হিন্দুদের কাছ থেকে ব্যাপকহারে জোরপূর্বক টাকা আদায় করা হয়েছে।

বয়ারভাঙ্গা গ্রামের মনোরঞ্জন মল্লিক, ইন্দুভূষণ মণ্ডল, গৌরচন্দ্র রায়, দেবীতলা গ্রামের শিবপদ মণ্ডল, গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নীহার রঞ্জন মল্লিক, দেবীতলা গ্রামের বিজনচন্দ্র মণ্ডল, খলসীবুনিয়ার সত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং অন্যান্যরা সমাজবিরোধীদের নিপীড়ণে প্রাণের ভয়ে টাকা দিতে বাধ্য হয়েছেন।

বয়ারভাঙ্গা হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শিবপদ মণ্ডল সমাজবিরোধীদের চাঁদা অনুযায়ী টাকা দিতে অপারগ হলে দুষ্কৃতিকারীরা শিবপদবাবুর নাবালক পুত্র মোহনকে অপহরণ করার চেষ্টা করে। এই এলাকায় হিন্দুত্বের মধ্যে ব্যাপক ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিয়েছে।

৪৫। রাজবাড়ী সদর উপজেলার মানীবহ ইউনিয়নের সান্দিয়ারা গ্রামে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। গত ২৫ অক্টোবর রাতে ঐ গ্রামের তারাপদ মণ্ডলের (৪২) বাড়ীতে ডাকাতির সময় ডাকাতদল তারাপদকে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। ডাকাতদের সশস্ত্র হামলায় একই বাড়ীর রামপদ মণ্ডলের স্ত্রী মারাত্মকভাবে আহত হয়। ডাকাতি শেষে ডাকাতদল শ্লোগান তোলে,-"মালাওন যদি বাঁচতে চাও/ভারতে চলে যাও"। উক্ত ঘটনার পরপরই একই এলাকার ননীগোপাল বিশ্বাসকে (৪০) রাজবাড়ী শহর থেকে বাড়ী ফেরার

পথে স্থানীয় শহরের কিছু বখাটে ছেলে ও ফ্রীডম পার্টির গুণ্ডারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে। ননীগোপালকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে দেশত্যাগের জন্য চাপ দেয় এবং তার মুক্তিপণ হিসেবে বিরাট অংকের টাকা দাবী করা হয়।

৪৬। সম্প্রতি খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার ১০ নং ভাণ্ডার পাড়া ইউনিয়নে এক সর্বনাশা ওয়াপদা বেরীবাঁধের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত এই বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা হলে পঞ্চাশ একরের বেশী আবাদযোগ্য জমি চিরদিনের জন্য পানির নীচে চলে যাবে। স্থানীয় গ্রামবাসীদের আকুল আবেদন, উল্লিখিত বেড়ীবাঁধ নির্মাণ না করে পুরাতন বেড়ীবাঁধটাকে বাঁশের খাঁচা দিয়ে পুনঃসংস্কার করা সম্ভব।

বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ ডুমুরিয়া উপজেলার সুবিধাভোগী টাউট শ্রেণীর কিছুসংখ্যক লোক ওয়াপদা কর্তৃপক্ষকে ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে উক্ত সর্বনাশা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে। এই বাঁধ নির্মিত হলে একটা গ্রামের (কানাইডাঙ্গা) সকল গ্রামবাসী দেশত্যাগে বাধ্য হবে। অন্যদিকে সুবিধাভোগী টাউটদের মাছের ঘের করে কালো টাকা উপার্জনের পথ সুগম হবে।

৪৭। ঢাকা শহরের সাইদাবাদ বাসষ্ট্যাণ্ড সংলগ্ন ঝাড়ুদার কলোনীর নিরীহ লোকদের জনৈক স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার নামে সরিয়ে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, একটি প্রতিষ্ঠিত গির্জাকেও জোর করে সরানোর প্রচেষ্টা চলছে।

৪৮। চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার মহাদিয়া গ্রামের বৌদ্ধ বিহার সংলগ্ন শতাব্দী প্রাচীন পবিত্র বোধিবৃক্ষ দুষ্কৃতকারীরা সমূলে কেটে ফেলেছে।

বিগত দুর্গাপূজা ও কালীপূজা প্রাক্কালে ও উৎসব চলাকালীন সময়ের ঘটনা

(১) গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানার পূবাইল ইউনিয়নে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ৮৯ ইং তারিখে দুর্গা প্রতিমা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

(২) ফরিদপুর জেলা সদরে লক্ষ্মীবাজারে দুর্গপূজার প্রাক্কালে দুর্গা প্রতিমা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

(৩) মাদারীপুর জেলার দুধখালী ইউনিয়নের মিঠাপুর বাজারে গত ৫ অক্টোবর ৮৯ ইং তারিখে দুর্গা প্রতিমা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

(৪) কুষ্টিয়া জেলা শহরে থানাপাড়া পূজা মন্দিরে দুর্গাপূজা চলাকালে স্থানীয় এম, পি-এর সহযোগীরা গোলযোগের সৃষ্টি করে।

(৫) বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার খেগড়াঘাট পূজা মণ্ডপে নির্মীয়মান দূর্গা প্রতিমা পূজার প্রাক্কালে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

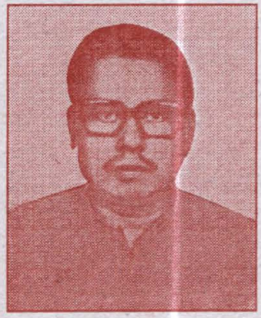
(৬) বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার গৌরম্ভা বাজারস্থ মালোপাড়ায় দুর্গাপূজা চলাকালে একজন হিন্দু গৃহবধুকে স্থানীয় মুখচেনা মহলের লম্পটরা দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে এবং এ ব্যাপারে কোন প্রকার অভিযোগ জানানো থেকে বিরত থাকার হুমকি দেয়।

(৭) সাতক্ষীরা জেলার দেবহাট উপজেলার শ্রীপুর গ্রামে দুর্গাপূজা চলাকালে প্রতিমা ভেঙে দেওয়া হয়।

(৮) ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ড উপজেলার রঘুনাথপুর ইউনিয়নে টাকিয়ারপোতা গ্রামে গত ৪ অক্টোবর ৮৯ ইং তারিখে দুর্গা প্রতিমা ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

(৯) খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার ১০ নং ভাণ্ডারপাড়া ইউনিয়নের কুশারহুলা গ্রামে কালীপূজা চলাকালে হামলা চালিয়ে একজনকে মারাত্মকভাবে আহত এবং আরো অনেক পূজার্থীকে প্রহার করা হয়।

(১০) রংপুর জেলার কোতয়ালী উপজেলার রাজেন্দ্রপুর ইউনিয়নের ডাংহাট গ্রামে প্রকাশ্য দিবালোকে সশস্ত্র দুষ্কৃতকারীরা দুর্গা প্রতিমা ভেঙ্গে দেয় এবং অগ্নিসংযোগ করে।



শিবপ্রসাদ রায় (১৯৩৭-১৯৯৯)

লেখক পরিচিতি

শিবপ্রসাদ রায়-এর জন্ম ১৯৩৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার ছোট্ট শহর কালনায়। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। বাল্যকাল কেটেছে অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে। স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষা যা বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্রছাত্রীরা সাধারণতঃ পেয়ে থাকে দারিদ্রের কারণে সেটা থেকেও তিনি বঞ্চিত হন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা একরকম স্বোপার্জিত বলা চলে। শিক্ষার প্রতি তাঁর অদম্য আগ্রহ তাঁকে নিরুৎসাহিত করতে পারেনি। ম্যাক্সিম গোর্কির মতই শিবপ্রসাদ রায় কঠিন, নির্দয়, বাস্তবজীবন থেকেই তাঁর শিক্ষার রসদ সংগ্রহ করেছেন।

হিন্দু সমাজের বর্তমান দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় তিনি ব্যথিত, বিষাদ ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই তিনি হিন্দু জাগরণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। প্রবন্ধ রচনা, পুস্তক, পুস্তিকা প্রকাশনা, জনসভায় বক্তব্য রাখা ছাড়াও হিন্দু সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তিনি বিশ্বহিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রভৃতি হিন্দু সংগঠনগুলির সঙ্গে আজীবন যুক্ত ছিলেন। তাঁর পুস্তক-পুস্তিকাগুলি ইংরেজি, হিন্দি, তামিল, মারাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়ে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। তাঁর রচনাগুলি ছিল অত্যন্ত সবল, সহজবোধ্য এবং মর্মস্পর্শী ও অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ।

হিন্দু সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধিতে তাঁর অবদান অনবদ্য। তাঁর আদর্শবাদ, সমকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাঁর নিবন্ধ এবং বক্তব্য ভারতের হিন্দুদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে 'আপৎকালীন' সময়ে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। ফলে তিনি জনগণের আরও প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। ১৯৯৯ সালে মাত্র ৬২ বছর বয়সে 'সেরিব্রাল এ্যাটাকে' তিনি আক্রান্ত হন এবং তাঁর জীবনাবসান হয়।

মূল্য ঃ ৬.০০ টাকা